খাদ্য বিষয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অভিমত
বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

ক্যাম্পে মানসিক স্বাস্থ্য
বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মতামত: রামু
বিস্তারিত চতুর্থ পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ২১ × বুধবার, ১৩ মার্চ ২০১৯

খাদ্য বিষয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অভিমত

সম্প্রতি, খাদ্য বিতরণে অনিয়মিত ধারাবাহিকতা এবং তারা যে খাবার পাচ্ছেন তার গুণগত মান সম্পর্কে রোহিঙ্গা মানুষেরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

জনগোষ্ঠীর প্রধান সংশয়, যা খাদ্য সম্পর্কিত অভিমত বিশ্লেষণের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ:

- তেলের গুণগত মান; এবং ডাল এবং চালে ভেজাল
- তাজা খাবারের সুযোগ না থাকা, যা একটি সুষম খাদ্যতালিকার জন্য প্রয়োজন বলে জনগোষ্ঠী মনে করে
- পরিবারের কিছু সদস্যের জন্য নতুন রেশন কার্ড পেতে সমস্যা হওয়া
- অপর্যাপ্ত খাদ্য বিতরণ
- বিতরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত চাল, তেল, এবং ডালের সম্পূরক খাদ্যের ব্যবস্থা করতে অর্থোপার্জনের অভাব
- অভিযোগ জানানো এবং বিবৃতি দেয়ার ব্যবস্থাজনিত সমস্যা

> “এই মাসে আমাদের যে চাল দেয়া হয়েছে তা খাওয়ার যোগ্য নয় কারণ এতে প্রচুর ভাঙা পাথর, চালের ভূষি আছে এবং দেখে মনে হয় পোড়া চালও মিশে আছে।”
>
> – নারী, ৫৬, ক্যাম্প ৪

> “সম্প্রতি যেসব লোকেরা চাল পেয়েছেন তারা বাড়িতে গিয়েই দেখেছেন যে তার গুণগত মান খারাপ। যদি তারা [চাল বিতরণের জন্য যারা দায়বদ্ধ] এটি পাল্টানোর কথা ভাবে, ভালো হয়।”
>
> – নারী, ৩২, ক্যাম্প ২ই

বিতরণে দেয়া খাদ্যের মধ্যে চাল অন্যতম প্রধান খাদ্য। জনগোষ্ঠীর নানান উদ্বেগের মধ্যে অন্যতম প্রধান দুশ্চিন্তা ছিল চালের গুণগত মান নিয়ে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কিছু সদস্যের মতে, জানুয়ারি মাসে তারা যে চাল পেয়েছিলেন তার মধ্যে প্রচুর ছোট পাথর, ভূষি এবং ধুলো ছিল। বাছাই এবং পরিষ্কার করার পরে, লোকেরা জানান যে বস্তার মাত্র অর্ধেকটা ব্যবহারযোগ্য হয়েছিল। অন্যরা এও জানান যে তারপরও চাল কালোই ছিল, বহুবার ধোয়ার পরেও, এবং রান্নার পরে খারাপ গন্ধ বের হয়। রোহিঙ্গা উত্তরদাতারা জানান যে তারা আগেও এরকম খারাপ মানের চাল পেয়েছেন এবং, এটা সম্পর্কে অভিযোগ করার পরে, চাল পাল্টে দেয়া হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি উত্তরদাতাদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে যেহেতু তারা নিজেদের জন্য অন্য খাবার কিনতে এই চাল বিক্রি বা লেনদেন করতে পারেননি। এর অর্থ হলো তাদের যে কেবল খাওয়ার জন্য কম চাল ছিল তা-ই নয়, চালের বদলে যেসব জিনিসপত্র তারা আনেন সেইসব জিনিসও তাদের পাওয়ার সুযোগ ছিল না।

সূত্র: জানুয়ারি ১৯ এবং জানুয়ারি ৩০-এর মধ্যে ক্যাম্প ১পূ, ১প, ২পূ, ২প, ৩, ৪ এবং ৪-এক্সটেনশন থেকে কোবোকালেক্ট অ্যাপের সাহায্যে ২০ জন ইন্টারনিউজ কম্যুনিটি সংবাদদাতা এবং একজন ফিডব্যাক ম্যানেজারের সংগ্রহ করা অভিমত। রোহিঙ্গা কম্যুনিটির গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ এবং প্রশ্ন উপস্থাপনা করার জন্য অভিমত সংগ্রহ এবং এফজিডি থেকে প্রাপ্ত সর্বমোট ২৪০টি প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৫% ছিল খাদ্য সম্পর্কিত। ইংরেজি এবং বাংলা পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করে রোহিঙ্গা ভাষাতেই জনগোষ্ঠীর অভিমত সংগ্রহ করা হয়। কম্যুনিটি সংবাদদাতাদের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর সাথে আলাপচারিতা ছাড়াও, বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের পরিচালনায় খাদ্য বিতরণ সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর অভিমত ও দৃষ্টিকোণ আরো বিস্তারিত জানার জন্য ক্যাম্প ২৩-এ দুটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা হয়েছিল।

ইন্টারনিউজ

জানুয়ারি ১৯ – জানুয়ারি ৩০, ২০১৮

মোট মতামত		
২৪০	১৪৪	৯৬

> “আগে যে তেল দেয়া হতো তার গুণগত মান ভাল ছিল। গত চার মাস ধরে, তেল সাদা বোতলে করে দেয়া হচ্ছে। আমরা যদি ওই তেল খাই আমাদের গা চুলকায়। আগের তেলটা ভালো ছিল, কিন্তু এখনকার তেলের স্বাদ ঠান্ডা হলে খারাপ হয়ে যায়।”
>
> – নারী, ৩৫, ক্যাম্প ২ ই

জনগোষ্ঠী মনে করে যে গত কয়েক মাসে রান্নার তেলের মান খারাপ হয়ে গেছে এবং বিশ্বাস করে যে বিতরণ করা তেল থেকে চুলকানি হচ্ছে।

ক্যাম্পে বিতরণ করা ডাল নিয়েও উত্তরদাতারা মন্তব্য করেছেন। লোকেরা বলেছেন যে, ৬-৮ মাস আগে পর্যন্ত, তারা ছোট, লাল ডাল পেতেন (মসুরডাল/মশুর ডাল) এবং এই ডালগুলো, বিশেষ করে শিশুদের কাছে সুস্বাদু ছিল। কিন্তু গত ৬-৮ মাস ধরে তারা গার্বাঞ্জো বীন্স (বুটেরডাল/বুটের ডাল) পাচ্ছেন, একধরনের ডাল যা পিঁয়াজু, বিশেষ ধরনের একটা ভাজা খাবার বানাতে কাজে লাগে। লোকেরা জানিয়েছেন যে কখনও কখনও মাংসের সাথে রান্না হলে ছাড়া এই ডাল তারা খান না। উত্তরদাতারা এও জানিয়েছেন যে বর্তমানে বিতরণ করা ডাল রান্না করা কঠিন, যেহেতু ডাল ফুটতে অনেক সময় আর জ্বালানি লাগে।

> “ডাল নিয়ে আমাদের অনেক সমস্যা হচ্ছে। ডাল ফুটতে অনেক সময় লাগে। ডাল শক্ত হওয়ার কারণে, মিশে যায় না এবং এগুলো খাওয়া খুব কঠিন। শক্ত ধরনের ডালের পরিবর্তে, যদি আমরা সহজে মিশে যায় এমন ডাল পাই, খুব ভালো হয়। কাঠিন্য এবং না মিশে যাওয়া প্রকৃতির কারণে, শিশুরা ডাল খেতে চায় না।”
>
> – নারী, ৪০, ক্যাম্প ৩

কিছু মানুষ এও জানান যে তাদের শিশুরা ডাল দিলে খায় না এবং তারা উদ্বিগ্ন এই ভেবে যে এই কারণে তাদের শিশুরা যথেষ্ট পুষ্টি পাচ্ছে না। অন্যরা মতামত দিয়েছেন যে এই ধরনের ডাল খাওয়ার পরে তাদের শিশুদের পেট খারাপ থাকছে। ক্যাম্পে প্রায়শই ডাল বিক্রি করা হয়, এবং ডাল বিক্রি করে তারা যে অর্থ পান সেই টাকাটা রোহিঙ্গা মানুষেরা অন্য খাবার কিনতে ব্যয় করেন।

> “আমরা এক প্যাকেট ডাল বাড়িতে খাই এবং অন্য প্যাকেট ডাল ১০০ টাকায় বিক্রি করে দিই। সেই টাকা দিয়ে, আমরা আমাদের মেয়েদের জন্য কিছু কিনি। যেহেতু আমাদের বয়স বেশি, অন্য কোনো ভাবে আমাদের মেয়েদের জন্য কোন ব্যবস্থা করতে আমরা অপারগ। ডালের প্যাকেট বিক্রি করা সহজ কারণ, চাল বিতরণ কেন্দ্রের কাছে ক্রেতা থাকে। যদিও টাকাটা যথেষ্ট নয়, আমরা অন্য কিছু পুষ্টিকর খাবার কিনে নিতে পারি।”
>
> – নারী, ৫৫, ক্যাম্প ১ই।

চাল, তেল এবং ডালের গুণগত মান ছাড়াও, ক্যাম্পের বাসিন্দারা বিতরণ করা খাদ্যের পরিমাণ সম্পর্কেও উল্লেখ করেছেন। লোকজন জানিয়েছেন তাদেরকে দেয়া খাদ্য সারা মাস ধরে তাদের পরিবারকে খাওয়ানোর জন্য যথেষ্ট নয়।

জনগোষ্ঠীর উল্লিখিত আরেকটি সমস্যা হলো পরিবার এবং পারিবারিক পরিবর্তন সম্পর্কে ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো। গত ১৭ মাস ধরে তারা যে বাংলাদেশে রয়েছেন, অনেক রোহিঙ্গা মানুষই বিয়ে করেছেন বা নিজেদের সংসার শুরু করেছেন এবং তাদের নতুন সংসারের জন্য বিতরণ পেতে তাদের নিজেদের রেশন কার্ড লাগবে। শরণার্থীদের বক্তব্য অনুযায়ী, তারা তাদের রেশন কার্ড পাল্টাতে অথবা পরিবারের স্ট্যাটাস পাল্টাতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং এখনও পুরানো পারিবারিক রেশনের তালিকা অনুযায়ীই ত্রাণ পেয়ে চলেছেন। এর ফলে কিছু পরিবার যাদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের ওপর মারাত্মক চাপ পড়ছে। যেসব পরিবার অন্য ক্যাম্পে চলে গেছে তাদেরও নতুন অবস্থানে ত্রাণ পাওয়ার জন্য রেশন কার্ড পেতে সমস্যা হয়েছে।

> “খাবার নিয়ে আমাদের সমস্যা হচ্ছে। যে খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে তা আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়, কারণ পরিবারে ছয়জন লোক আছে এবং আমরা মাসে দুবার মাত্র ৩০ কিলো চাল পাই। ওই পরিমাণ খাবার এক মাসের জন্যেও যথেষ্ট নয়। অন্য কোনো খাবার আমরা পাই না এবং বাকী খাবারদাবার আমাদের নিজেদের কিনে নিতে হয়।”
>
> – পুরুষ, ৩৩, ক্যাম্প ১ই।

ক্যাম্পে মানসিক স্বাস্থ্য

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনেক সদস্যের মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা হয়। এর আংশিক কারণ হলো মায়ানমারে তাদের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসা এবং ক্যাম্পের কঠিন অবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকা। মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার জটিলতা বুঝতে পারা এখনও প্রথম ধাপেই রয়েছে, এমনকি বেশি বিকাশপ্রাপ্ত দেশগুলোতেও। যেসব কম্যুনিটির পরম্পরাগতভাবে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে কম জানার সুযোগ ছিল, তাদেরই বোঝাপড়া সবচেয়ে সীমিত। কক্সবাজারে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং মানবিক সহায়তায় নিয়োজিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক-ভাষাগত বাধার কারণে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো পর্যবেক্ষণ করা ও সেই বিষয়ে কথা বলা কঠিন। রোহিঙ্গা শব্দকোষ এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে আরো ভাল বোঝাপড়া মানবিক সহায়তায় নিয়োজিত সংস্থাগুলোকে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যোগাযোগে শূন্যস্থান মেটাতে সাহায্য করতে পারে।

বদনাম এবং ভূত

যেহেতু মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা বিমূর্ত এবং সংজ্ঞায়িত করা কঠিন হতে পারে, সেই কারণে কখনও কখনও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে আগে থেকে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক ধারণাগুলোকে বিবেচনা করা সহায়ক হতে পারে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বদনাম এখনও যেকোনো মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যার সঙ্গে জড়িত। এর ফলে মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনো বিষয় সরাসরি আলোচনা করা কঠিন হয়ে যায় (দেমাকী আরামিয়ৎ)। কম্যুনিটিটি সাধারণ দুঃখবোধ বা বিচলিত হওয়া (ফেরেশানী) এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী দুঃখবোধ করা বা অবসাদের (আছর'এ ধরন) মধ্যে পার্থক্য করে থাকে। তবে, আছর'এ ধরন এর শব্দার্থ হলো ভূতে 'ধরা', অর্থাৎ অবসাদের ধারণাটি যতটা না চিকিৎসা সংক্রান্ত তার চেয়ে বেশি অতিপ্রাকৃতিক। অনেক নির্ণয়যোগ্য মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাকে 'ফউল' বলা হয়ে থাকে, যার বিস্তৃত অর্থ হলো 'পাগলামি' বা 'উন্মত্ততা'।

ঐতিহাসিকভাবে, অনেক সংস্কৃতিতেই আধ্যাত্মিকতা এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যবর্তী রেখাটি ঝাপসা। তারা অসুস্থতা এবং রোগকে ব্যাখ্যা করেছে অলৌকিক আত্মার কাজ হিসাবে (জিন-পরী, রোহিঙ্গা ভাষায়), এবং এই রোগের জন্য প্রতিকার এসেছে পবিত্র ঔষধির আকারে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং তার প্রাপ্যতা অনেক সমাজেই এই বিশ্বাসকে কমিয়ে এনেছে। তবে, অনেক প্রত্যন্ত জনগোষ্ঠীতে, আত্মার কারণে অসুস্থতায় বিশ্বাস এখনও বজায় আছে। রোহিঙ্গা মানুষদের মধ্যে অনেকে এখনও মনোস্তাত্ত্বিক অসুস্থতাকে আল্লাহের নেয়া পরীক্ষা হিসেবে দেখেন। তারা বিভিন্ন ধরনের মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসা করেন ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে (জারা-ফুয়া) যা ওঝাদের (বৈদ্য) দিয়ে করানো হয়।

আবেগ নিয়ে আলোচনা

মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা অথবা তার প্রতিকার সম্পর্কে রোহিঙ্গা রোগী বা তাদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলা কঠিন, যেহেতু রোহিঙ্গা ভাষাতে সাধারণ স্বাস্থ্য এবং শারীরবিদ্যা সম্পর্কে শব্দেরই অভাব রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, উদ্বেগের কারণে বুক ধড়ফড় করাকে বিবরণ দেয়া হয় এইভাবে হইল্লা দুফ-দোফার, যার আক্ষরিক অর্থ হলো 'যকৃৎ কাঁপা'। হৃৎপিণ্ড বোঝানোর জন্য কোনো স্পষ্ট শব্দ নেই। কিছু মানুষ বলেন 'দিল', কিন্তু ওই শব্দটি 'হৃৎপিণ্ড'-এর চেয়ে 'মন'-অর্থের বেশি কাছাকাছি। বিমূর্ত ধারণা – যেমন কল্পনা (বাফোন) অথবা উস্কানিও – অনেক রোহিঙ্গা মানুষের পক্ষে বুঝতে পারাই সমস্যার। এর ফলে মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যায় ভুগতে থাকা মানুষজনের সামগ্রিক প্রতিকারসাধন করা কঠিন হয়ে যায়।

ইংরেজি শব্দ 'ইমোশন'ও রোহিঙ্গা মানুষদেরকে বোঝানো কঠিন যেহেতু এর কোনো স্পষ্ট প্রতিশব্দ নেই। এর পরিবর্তে বাক্যাংশ কেন-কেন লাগন (যার অর্থ হলো 'কেমন লাগছে?') ব্যবহার করা হয়। কেমন লাগছে জিজ্ঞাসা করা হলে, রোহিঙ্গা মানুষেরা প্রায়শই শারীরিক আলামত নিয়ে কথা বলেন, মানসিক বা আবেগগত স্বাস্থ্য নিয়ে নয়। কিছু দোভাষী এবং অনুষ্ঠান দিলোর হালথ ('হৃদয়/মনের অবস্থা') বাক্যাংশটি ব্যবহার করেন যা একটি নতুন পরিভাষা যেটি রোহিঙ্গা মানুষেরা আবেগ সংক্রান্ত বলে বুঝতে পারেন।

চাটগাঁইয়া বনাম রোহিঙ্গা

চাটগাঁইয়া এবং রোহিঙ্গা ভাষার শব্দাবলীর সাদৃশ্য এবং পার্থক্য জানা জরুরি কারণ রোহিঙ্গা রোগীদের সঙ্গে কথোপকথন চাটগাঁইয়া দোভাষীদের মাধ্যমে হয়ে থাকে। চাটগাঁইয়ায় প্রমিত বাংলা থেকে বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত অনেক শব্দ ধার করা হয়, যা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সাধারণত বোঝেন না। উদাহরণ স্বরূপ, 'মানসিক' শব্দটি দুটি ভাষায় আলাদা: চাটগাঁইয়ারা ধার করেন মানসিক বাংলা থেকে, রোহিঙ্গা মানুষেরা বলেন ধেমাকী।

তবে, কিছু স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত শব্দ যা কথ্য চাটগাঁইয়াতেও ব্যবহার হয় তা সম্পূর্ণ এক না হলেও, রোহিঙ্গা ভাষার সাথে কিছু সাদৃশ্য আছে। এর কারণ ঐতিহাসিকভাবে এই দুটি ভাষাই আরবি, ফার্সি, এবং উর্দু প্রভৃতি ভাষা থেকে শব্দ ধার করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, চাটগাঁইয়াতে মাজুরি (রোহিঙ্গাতেও একই, উর্দু থেকে আসা) এবং ফুঙ্গোতা (বাংলা থেকে আসা পঙ্গুতা), এই দুটি শব্দই ব্যবহার করা হয়, যার অর্থ 'শারীরিক প্রতিবন্ধকতা'।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মতামত: রামু

সূত্র: আলহাজ ফজল আম্বিয়া হাই স্কুল, রামু, কক্সবাজারে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত রেডিওর আলোচনামূলক অনুষ্ঠান 'বেতার সংলাপ'-এ অংশগ্রহণকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে সংগৃহীত মতামত। অনুষ্ঠান চলাকালীন শ্রোতাদের দ্বারা জিজ্ঞাসা করা প্রশ্ন থেকে এইসব উদ্বেগকে নথিবদ্ধ করা হয়েছে। বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ইউনিসেফের সহায়তায় বাংলাদেশ বেতার এই অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছে। মোট অভিমত ৪২: পুরুষ ৫৫% এবং নারী ৪৫%।

রামুর জনগোষ্ঠী মনে করেন যে রোহিঙ্গা মানুষদের অনুপ্রবেশ তাদের সমাজ এবং অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলেছে। তাদের মতে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কারণে, তারা বিরাট পরিমাণ কৃষিজমি হারিয়েছেন। তারা এও মনে করেন যে তারা যেসমস্ত ছোট ব্যবসা চালাতেন রোহিঙ্গা মানুষেরা সেগুলো সব দখল করে নিয়েছেন। তারা দৈনন্দিন জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে নিজেদের দুশ্চিন্তার কথা জানিয়েছেন। রামুর স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নিজেদের জীবনধারণ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন, যেহেতু তাদের অনেকেই বেঁচে থাকার জন্য অরণ্যের উপর নির্ভরশীল। অরণ্যের বিশাল অংশ এখন রোহিঙ্গা অধ্যুষিত, যার ফলে তাদের উপার্জন বন্ধ হয়ে গেছে। শ্রোতারা বেতার সংলাপ-এ এই সমস্যার সমাধান খুঁজছিলেন।

রামুর স্থানীয় মানুষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী থেকে ছড়িয়ে পড়া রোগ নিয়েও চিন্তিত ছিলেন। একজন অংশগ্রহণকারী জানান যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ রয়েছে যা স্থানীয় মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তিনি প্যানেলের বিশেষজ্ঞদের জিজ্ঞাসা করেন যে এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যাবে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী কী ব্যবস্থা নিতে পারে।

স্থানীয় মানুষজন তাদের নিরাপত্তা নিয়েও চিন্তিত: অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের একজন উল্লেখ করেন যে রোহিঙ্গা কম্যুনিটির লোকেরা তার স্বামীর থেকে টাকা লুট করেছে এবং তাকে নির্যাতনও করেছে।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।